নেতৃত্বের প্রাথমিক বোঝাপড়া

ড. মুনির উদ্দিন আহমেদ (বাদল)

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশন

প্রকাশকের কথা

নেতা ও নেতৃত্ব নৌকার মাঝির সাথে তুলনীয়। মাঝিবিহীন নৌকার মতোই সঠিক নেতৃত্বহীন সমাজ ইস্পিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হোঁচট খায়। সংঘবদ্ধতার ধারণা থেকেই সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন। নেতৃত্ব ছাড়া সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ সমাজব্যবস্থার কাঠামো কল্পনা করা যেতে পারে; কিন্তু বাস্তবে তার কোনো ভিত্তি নেই। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা খুবই স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য অপরিহার্য শর্ত হলো কার্যকর ও অনন্য নেতৃত্ব। বর্তমান সংকটাপন্ন পৃথিবী সত্যিকারার্থেই কাঙ্ক্ষিত নেতৃত্বের জন্য হাহাকার করছে। বিরাট সম্ভাবনার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশও আজ যোগ্য নেতৃত্বের ডাক শুনতে অপেক্ষার প্রহর গুনছে।

সর্বত্রই নেতৃত্বের সংকট ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। সংকট উত্তরণের প্রথম ধাপ নেতৃত্ব সম্পর্কে বিশদ ধারণা ও অধ্যয়ন। নেতৃত্ব কী, কেন ও কীভাবে– খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রচলিত ধারণা নেতৃত্বকে রাজনীতির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। অথচ নেতৃত্ব নামক বিশাল বটবৃক্ষের শত ডালের একটি পাতা রাজনৈতিক নেতৃত্ব। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকেই নেতৃত্বের আসনে বসে আছি; কিন্তু অসচেতনভাবে এই অঘোম সত্য উপেক্ষা করে চলি। অস্ট্রেলিয়ার 'সুইনবার্ন ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি' থেকে পিএইচডি করা নেতৃত্ববিষয়ক গবেষক ড. মুনির উদ্দিন আহমেদ (বাদল) '*নেতৃত্বের প্রাথমিক বোঝাপড়া*' বইটিতে নেতৃত্ব সংক্রান্ত মৌলিক কথামালার নির্যাস টেনেছেন। নেতৃত্ব অধ্যয়নে বইটি প্রারম্ভিক যাত্রা মাত্র। লেখক বইটিতে সংকটের সাথে করণীয় বাতলে দিয়ে সমাধানের পথে হেঁটেছেন। বইটি সকল শ্রেণি-পেশার পাঠকদের নেতৃত্বের প্রাথমিক বোঝাপড়ার ব্যাপারে দারুণ সহায়তা করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বইটি প্রকাশ করতে পেরে '*গার্ডিয়ান পাবলিকেশন*' গর্বিত। সম্মানিত লেখক আমাদের প্রতি আস্থা রেখেছেন বলে আমরা কৃতজ্ঞ। আশা করছি, বইটি বাংলা সাহিত্যে নেতৃত্ববিষয়ক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা এনে দিবে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা।
১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

লেখকের কথা

পিএইচডি করার সময় ‘Learning Employment Aptitudes Program’ (LEAP)-এর আওতায় ‘Leadership and Communication’-এর ওপর অনলাইন কোর্স করার সুযোগ আসে। ‘Certificate of Participation’-এর পাশাপাশি এই কোর্স করতে গিয়েই আগ্রহ তৈরি হয় নেতৃত্ব নিয়ে পড়াশোনার। সেই পড়াশোনা থেকেই নেতৃত্ববিষয়ক বোঝাপড়া এবং তার ফলাফল এই বই।

বাসা-বাড়িতে, অফিস-আদালতে, চায়ের দোকানে, রাস্তার মোড়ে দেশ নিয়ে; আলোচনা, আড্ডা ও বিতর্কে নেতা ও নেতৃত্ব নিয়ে তুমুল আলোচনা হয়। বলা হয়, নেতা ও নেতৃত্বের মানের ওপর ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে। সামগ্রিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে উন্নত নেতৃত্ব পূর্বশর্ত। নেতৃত্ব সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের ধারণা হচ্ছে নেতা জন্মায়। তাই একজন উন্নতমানের নেতার আশা ও প্রার্থনায় ভুক্তভোগীদের অপেক্ষার প্রহর গুনতে দেখা যায়। আবার নেতা বলতে অনেকেই কেবল রাজনীতিবিদদের বুঝি। নেতা আর নেতৃত্ব সম্পর্কে ভুল ধারণা সর্বত্র। নেতৃত্ব সম্পর্কে নানান ভুল ধারণা দূর করার পাশাপাশি নেতৃত্বের উপাদান, ধরন ও উন্নয়ন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান বাংলা ভাষায় বোধগম্য করার প্রয়াসেই ‘*নেতৃত্বের প্রাথমিক বোঝাপড়া*’ নামের এই বইয়ের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

বইটি লেখার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা উৎসাহ জুগিয়েছেন; বিশেষ করে আমার সব কর্মের গঠনমূলক সমালোচক সহধর্মিণী ড. মোহসিনা হক, বাবা, ভাই-বোন এবং বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়ে যারা মূল্যবান মতামত দিয়েছেন (একমাত্র ভাবি, ছোট ভাইয়ের বউ, ভায়রা ভাই রুমেল, বন্ধু কালাম, বন্ধু ফজলু ও তাঁর সহধর্মিণী, ড. রেজওয়ান, মুজাহিদ, মোস্তাক, সহকর্মী শাকিলা, এখলাস, মাহমুদ ও হাসিবসহ) সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। বইটি প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়ে সময়ের আলোচিত ‘*গার্ডিয়ান পাবলিকেশন*’ আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং উন্নত বাংলাদেশ গঠনে এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

ড. মুনির উদ্দিন আহমেদ (বাদল)
ঢাকা, ২০ আগস্ট, ২০১৭
muahmed1977@gmail.com

সূচিপত্র

নেতৃত্ব কী এবং কেন ১৫
নেতা কে.....১৫
নেতৃত্ব কী.....১৫
নেতৃত্ব কেন.....১৭
কে নেতা.....১৯
নেতৃত্বের দায়িত্ব ১৯
নেতৃত্ব বোঝার উপায় ২২
নেতা ও অনুসারী ২৩

নেতার মৌলিক দায়িত্ব ২৬
লক্ষ্য অর্জন করা ২৬
ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা.....৩০
অনুসারীর প্রয়োজন পূরণ করা.....৩০

নেতৃত্বের উপাদান.....৩১
এক. গুণাগুণ ৩১
দুই. দৃষ্টিভঙ্গি ৩৭
তিন. দক্ষতা..... ৩৮
চার. মূল্যবোধ.....৪৬

নেতৃত্বের প্রভাব উৎস.....৫০
আমলাতান্ত্রিক উৎস– পদের প্রভাব ৫০
নৈতিক উৎস– চারিত্রিক গুণাবলি.....৫০
যান্ত্রিক উৎস– তথ্য ও জ্ঞান ৫১
ব্যক্তিগত সম্পর্ক ৫১
আর্থিক উৎস.....৫১
মানুষকে প্রভাবিত করার কিছু কৌশল ৫২

মানুষকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার মৌলিক নীতি ৫২
মানুষকে পরিবর্তন করার কৌশল ৫৫

নেতৃত্বের স্তরসমূহ ৫৭
প্রথম স্তর: পদ-নির্ভর নেতৃত্ব ৫৮
দ্বিতীয় স্তর: সম্পর্ক-নির্ভর নেতৃত্ব ৬২
তৃতীয় স্তর: উৎপাদন-নির্ভর নেতৃত্ব ৬৪
চতুর্থ স্তর: দান-প্রতিদান নির্ভর নেতৃত্ব ৬৬
পঞ্চম স্তর: মূল্যবোধ ও চরিত্র-নির্ভর নেতৃত্ব.....৬৮

নেতৃত্বের ধরন, পরিণতি ও ফলাফল ৭২
এক. মানবিক নেতৃত্ব ৭২
দুই. গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব ৭৪
তিন. স্বৈরাচারী নেতৃত্ব ৭৫
চার. হালছাড়া নেতৃত্ব.....৭৭

বিভিন্ন পেশায় নেতৃত্বের প্রাসঙ্গিকতা.....৭৯
পরিচ্ছন্নতায় নেতৃত্ব ৭৯
কম্পিউটিং-এ নেতৃত্ব ৮০
শিক্ষকতায় নেতৃত্ব ৮১
ডাক্তারিতে নেতৃত্ব ৮১
ইঞ্জিনিয়ারিং-এ নেতৃত্ব ৮৩
প্রশাসনে নেতৃত্ব ৮৩
পুলিশে নেতৃত্ব ৮৪
ব্যবসায় নেতৃত্ব ৮৫
রন্ধন পেশায় নেতৃত্ব ৮৫
শিল্প প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব ৮৬
গবেষণায় নেতৃত্ব ৮৭
সাংবাদিকতায় নেতৃত্ব ৮৭
সামরিক বাহিনীতে নেতৃত্ব ৮৮
কৃষিতে নেতৃত্ব.....৮৯

হিসাবরক্ষণ ও ব্যাংকিং পেশায় নেতৃত্ব ৯০
গৃহে নেতৃত্ব.....৯১
নেতৃত্বের উন্নয়নে মা-বাবা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ৯৩
নেতৃত্বের উন্নয়ন কেন সম্ভব.....৯৩
নিজস্ব নেতৃত্বের মান উন্নয়ন ৯৪
নিজের নেতৃত্বের মান ক্রমাগত উন্নয়নে করণীয়.....৯৫
সন্তানের নেতৃত্বের মান উন্নয়নে মা-বাবার করণীয়.....৯৬
সন্তানের যেসব আচরণের দিকে নজর রাখতে হবে ১০০
সন্তানকে আত্মবিশ্বাসী করা ১০০
সন্তানকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে করণীয়.....১০০
সন্তান যেন হীনমন্যতায় না ভোগে.....১০২
সন্তানের সাথে মানুষের সম্পর্ক.....১০৩
দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারছে তো.....১০৩
পরামর্শ করার অভ্যাস.....১০৩
লেগে থাকার অভ্যাস গড়ে উঠছে তো.....১০৪
আর্থিক বুদ্ধিমত্তা.....১০৪
সৃজনশীলতার বিকাশ.....১০৫
সময়ের মূল্যবোধ তৈরি.....১০৫
সন্তানের অভ্যাস ১০৫
বাজে অভ্যাস গড়ে উঠা থেকে বিরত রাখা.....১০৭
ছাত্র-ছাত্রীর নেতৃত্ব বিকাশে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ...১০৭
নেতৃত্বের উন্নয়ন..... ১১১
রাজনৈতিক নেতৃত্বের উন্নয়ন ১১১
সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা ১১১
সমস্যা সমাধানের দক্ষতা..... ১১৫
সমস্যাকে কী সহজতর উপায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে ১১৭
সমস্যার সমাধান..... ১১৭
সাংগঠনিক দক্ষতা..... ১১৭
যোগাযোগের দক্ষতা..... ১১৮

নেতার ব্যক্তিগত লক্ষ্য..... ১১৯
মানুষের প্রতি রাজনীতীবিদের দৃষ্টিভঙ্গি..... ১২০

সংকটে করণীয় ও ভালো নেতৃত্বের লক্ষণ..... ১২২
সংকটময় সময় নেতৃত্বের করণীয়..... ১২২
পরিস্থিতির বিশ্লেষণ..... ১২৩
সংযোগ ও সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি..... ১২৩
মূল্যবোধ, পরিবেশ, সংস্কৃতি আর ভিশন উপস্থাপন..... ১২৪
করণীয় নির্ধারণ..... ১২৪
দৃশ্যমান অবস্থান..... ১২৪
প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বর্জনীয়..... ১২৫
উন্নত নেতার কয়েকটি লক্ষণ..... ১২৫

বিবিধ..... ১২৮
নেতা জন্মে নাকি তৈরি হয়..... ১২৮
নেতৃত্ব ও জীবনের সফলতা..... ১২৯
নেতৃত্বের পরিপ্রেক্ষিত নির্ভরতা..... ১২৯
নেতৃত্ব এবং ইমোশনাল ইন্টিলিজেন্স..... ১৩০
৩৬০ ডিগ্রি লিডারশিপ..... ১৩১
সামগ্রিক নেতৃত্ব..... ১৩২
নেতৃত্ব ও সম্মোহনী ক্ষমতা..... ১৩২
বস বনাম নেতা..... ১৩৩
অন্যের নেতৃত্বের উন্নয়ন হলে লাভ কী..... ১৩৪
নেতৃত্ব ও মাতৃভাষা..... ১৩৫
পরিবারে নেতৃত্বের স্তর..... ১৩৬

সমাপ্তি..... ১৩৭
নেতৃত্ব নিয়ে মনীষীগণের অমিয় বাণীসমূহ..... ১৩৮
নেতৃত্বের প্রাথমিক বোঝাপড়ার উৎসসমূহ..... ১৪২

নেতৃত্ব কী এবং কেন

নেতা কে

'নেতা' শব্দটি উচ্চারণ করলেই অধিকাংশের মানসপটে রাজনীতিবিদের ছবি ভেসে ওঠে। নেতার প্রতীকী চরিত্র যেন রাজনীতিবিদ। যদি প্রশ্ন করা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কি নেতা নন? উত্তর হবে হ্যাঁ, তিনি নেতা। তিনি একাডেমিক নেতা। একজন ডাক্তার যিনি হাসপাতাল পরিচালনা করেন, তিনি কী? তিনি হাসপাতালের ডাক্তারদের নেতা। একটি হাসপাতালের সকল নার্সদের যিনি পরিচালনা করেন, তিনি? তিনি নার্সদের নেতা। কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের যিনি প্রধান, তিনি কি নেতা নন? হ্যাঁ, তিনি পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নেতা। একইভাবে পরিবারের প্রধান পারিবারিক নেতা। একজন প্রকৌশলী যার অধীনে অনেক প্রকৌশলী কাজ করে; রেস্টুরেন্টের বাবুর্চি যে কয়েকজন সহযোগী নিয়ে রান্না করে থাকে, একটি উপজেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা, তারা প্রত্যেকেই একেকজন নেতা। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নেতা। যিনি দেশের সরকার প্রধান, তিনি সকলের নেতা।

যদি প্রশ্ন করা হয়, চোরের দলের সর্দার কে? উত্তর হবে চোরের দলের নেতা। ডাকাত দলের সর্দার? সে ডাকাত দলের নেতা। তাহলে নেতা নয় কে? আসলে আমরা প্রত্যেকেই নেতা হিসেবে কোনো না কোনো ভূমিকা পালন করে থাকি। ঘরে-বাহিরে, কর্মক্ষেত্রে, কোথাও না কোথাও আমরা সবাই নেতা। একজন মানুষকে কোনো লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করার দায়িত্ব যার কাঁধে, তিনিই নেতা। এটা কোনো প্রশ্ন হতে পারে না, আপনি-আমি নেতা কিনা! প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কে কেমন নেতা, ভালো নেতা নাকি খারাপ নেতা।

নেতৃত্ব কী

নেতা যা করেন এবং যা করা উচিত, তা করার যোগ্যতা ও সামর্থ্যের নামই হচ্ছে নেতৃত্ব। প্রশ্ন হচ্ছে, নেতা কী করেন এবং কী করা উচিত? প্রত্যেক নেতাই কোনো না কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করেন। রাজনৈতিক নেতা রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য, প্রশাসনিক নেতা প্রশাসনিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য, চোরদের নেতা চুরির লক্ষ্য অর্জনের জন্য, ডাকাতদের নেতা ডাকাতির লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে থাকেন। খেলোয়াড়দের নেতা ম্যাচ

জেতানোর জন্য, স্বেচ্ছাসেবক ক্লাবের নেতা স্বেচ্ছাসেবী সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য, একাডেমিক নেতা একাডেমিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করেন। এভাবে সব নেতাই নিজ নিজ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে যান। লক্ষ্য অর্জনে নেতৃত্বের গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

তবে কোনো মানুষই একা একা খুব বেশি কিছু করতে পারে না। অন্যদের সহযোগিতা নিতে হয়, কাজে লাগাতে হয়। বিশেষ করে বড় কিছু করতে গেলে সহযোগী হিসেবে কাউকে না কাউকে পাশে দরকার হয়। নেতা সব সময়ই বড় কিছু করতে মুখিয়ে থাকে। তাই লক্ষ্য স্থির করার সাথে সাথে তা অর্জনে নেতাকে নিজের সাথে অন্য অনেক মানুষকে জড়িত করতে হয়, উৎসাহিত করতে হয় এবং ধরে রাখতে হয়। সহযোগীদের অপ্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত রেখে প্রয়োজনীয় কাজে সম্পৃক্ত রাখতে হয়। অন্যদেরকেও লক্ষ্য অর্জনে প্রভাবিত করতে হয়। এখানে প্রভাবিত করার অর্থ দুটি। প্রথমত, একদিকে ভালো ও প্রয়োজনীয় কাজে উৎসাহিত করা। দ্বিতীয়ত, খারাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা। এ দুটি ব্যাপারে মানুষকে প্রভাবিত করার যোগ্যতা, দক্ষতা ও ক্ষমতা না থাকলে নেতৃত্বে সফল হওয়া অনেক কঠিন।

সমাজের যেকোনো জায়গায়, যেকোনো পরিস্থিতিতে যখন কাউকে নেতার ভূমিকা পালন করতে হয়; তখন তাকে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষকে প্রভাবিত করতে হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নেতা ও নেতৃত্ব ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে কাজ করেন। কিন্তু সব ধরনের পরিস্থিতিতেই নেতা সাময়িক ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য স্থির করে কাজ করার সামর্থ্য রাখেন।

তাই নেতৃত্বকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, 'নেতৃত্ব হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনে কর্মসম্পাদনের জন্য মানুষকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য ও যোগ্যতা।' আর যিনি লক্ষ্য স্থির করেন, লক্ষ্য অর্জনে মানুষকে প্রভাবিত করেন, তিনিই নেতা। ইংরেজিতে এভাবে বলা যায়- 'Leadership is the ability to influence people (including self) to act to achieve goal/s'. এক কথায় নেতৃত্ব হচ্ছে প্রভাব। ইংরেজিতে যাকে বলে 'Influence'। যদিও অনেক সময় আমরা শুধু পদকে (সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক) নেতৃত্ব মনে করি; কিন্তু প্রভাব না থাকলে শুধু পদ দিয়ে কাজ করা সম্ভব হয় না। যদিও পদ থাকলে কিছু প্রভাব সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে পদ ছাড়া শুধু প্রভাব দিয়েও কাজ করানো সম্ভব হয় না। পদ ছাড়াই যারা প্রভাবিত করতে পারেন বা নেতৃত্ব দিতে পারেন, তারাই হচ্ছেন উন্নতমানের নেতা। এটা হচ্ছে, নেতৃত্বের একটি নৈতিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত নিরপেক্ষ কারিগরি (Technical) সংজ্ঞা। যেকোনো পরিস্থিতিতে ভালো-খারাপ দু'ধরনের নেতৃত্বের ক্ষেত্রেই এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য। যিনি

নৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নেতা হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে কাজ করেন, তিনি ভালো নেতা। আর যিনি নৈতিক দিক প্রাধান্য না দিয়ে যেনতেন উপায়ে কাজ করেন, তিনি অগ্রহণযোগ্য (খারাপ) নেতা। যেমন : চোর-ডাকাতদের নেতা, কোনো গণহত্যায় নেতৃত্বদানকারী নেতা। অন্যদিকে, লক্ষ্য অর্জনে একজন নেতা কী ধরনের পন্থা অবলম্বন করেন, তার ওপরও নেতৃত্বের নৈতিক মান নির্ভর করে। ভালো কাজে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে নেতার গৃহীত পদ্ধতি ও কর্মপন্থা যদি নৈতিক দিক থেকে অগ্রহণযোগ্য হয়, তবে তাকেও ভালো নেতা হিসেবে গণ্য করা যায় না।

নেতৃত্বের একটি সংখ্যাগত সংজ্ঞা দেয়াও সম্ভব। কারণ, লক্ষ্য অর্জনে নেতাকে অন্যদের প্রভাবিত করতে হয়। লক্ষ্যের বিশালতার ওপর ভিত্তি করে ন্যূনতম একজন থেকে শুরু করে লাখো মানুষকে প্রভাবিত করা সম্ভব। নেতা যাদেরকে প্রভাবিত করেন, যারা নেতার দ্বারা প্রভাবিত হন, তারা হচ্ছেন অনুসারী। ইংরেজিতে বলা হয় ফলোয়ার (Follower)। 'ন্যূনতম একজন মানুষকে কোনো লক্ষ্য অর্জনে প্রভাবিত করাই নেতৃত্ব' এবং 'যার মাত্র একজন অনুসারীও আছে তিনিই নেতা'।

নেতৃত্ব কেন

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও পেশাগত জীবনকে চলমান রাখতে মানুষকে অনেক কাজ করতে হয়। পেশা যা-ই হোক না কেন, পেশা মাত্রই অনেক ধরনের কাজ; সব কাজের ধরন এক নয়। এসব কাজকে দুভাগে ভাগ করা যায়। কিছু কাজ নিজ হাতে করা যায়। আর কিছু কাজ অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিতে হয়। স্বভাবতই সব কাজ একা নিজ হাতে করা যায় না। কারণ–

- একজন মানুষ সব কাজে দক্ষ হতে পারে না।
- একাধিক কাজে দক্ষ হলেও সব কাজ একাই করতে ভালোবাসে না।
- একের অধিক কাজ ভালোবাসলেও একজন মানুষ একসাথে সব কাজ করতে পারে না এবং সব কাজ করার পর্যাপ্ত সময়ও থাকে না।

সব ক্রিকেটার অল-রাউন্ডার হয় না। আবার যে অল-রাউন্ডার ক্রিকেটার, সে একসঙ্গে ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং সবকিছু সমানভাবে উপভোগ করে না। এমনকী উপভোগ করলেও একসাথে সব কাজ করা সম্ভব নয়। একই সময়ে একাধিক স্থানে দৈহিক উপস্থিতি সম্ভব নয়।

আমরা কেউ এই জীবনে একা চলতে পারি না। প্রাত্যহিক জীবন থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজের জন্য আমাদের কোনো না কোনো মানুষের ওপর নির্ভর করতে হয়। অন্যদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয়। অন্যদের কাজ করিয়ে নিতে হলে লক্ষ্য স্থির করে দিতে হয়। কী করতে হবে, তা বুঝিয়ে দিতে হয়। সর্বোপরি সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদেরকে পরিচালনা করতে জানতে হয়। আর মানুষকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রভাবিত করার সামর্থ্যের নামই হচ্ছে নেতৃত্ব। অর্থাৎ ঘরে-বাইরে, অফিস-আদালতে সব জায়গায় আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করানো নেতৃত্বের মানের ওপর নির্ভর করে। যেমন : আমাদের বাসা-অফিস কতটুকু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে, তা নির্ভর করে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের থেকে কত ভালোভাবে কাজটি করিয়ে নিতে পারছি। বাসার দারোয়ান বাড়ি পাহারার কাজ কত ভালোভাবে করবে, তা নির্ভর করে অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পেরেছি। বাসার বাবুর্চির রান্না-বান্নাসহ অন্যান্য কাজগুলো কেমন হবে, তা নির্ভর করে তাকে আমরা কতটুকু প্রভাবিত করতে পেরেছি। কেউ কোনো কাজ ভালোভাবে করতে জানলেই কেবল কাজ করে না, তাকে সেই কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হয়। আর উদ্বুদ্ধকরণ নির্ভর করে নিয়োগকর্তার নেতৃত্বের মানের ওপর। এমনিভাবে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাফল্য নির্ভর করে নেতৃত্বের মানের ওপর।

সময়ের স্বল্পতা ও নিজস্ব সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতাকে দূর করে সফল হতে হলে সর্বোচ্চমানের নেতৃত্ব প্রয়োজন। পেশাগত জীবনের সাফল্যও নেতৃত্বের মানের ওপর নির্ভর করে। আমরা যত ভালোভাবে আমাদের অধীনস্থ লোকদের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নিতে পারব, তত বেশি সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারব। তাই বলা যায়, 'আমাদের জীবনের সুখ ও সফলতার জন্য নেতৃত্বের সামর্থ্য অপরিহার্য; সুখ ও সফলতা আমাদের নেতৃত্বের মানের সমানুপাতিক'।

কে নেতা

সোজা উত্তর, আমরা সবাই নেতা। আমাদের সবারই লক্ষ্য অর্জনে নিজেকে এবং অন্যকে প্রভাবিত করার দায়িত্ব রয়েছে। সৃষ্টিকর্তা উদ্দেশ্য ছাড়া এমনি এমনি আমাদের সৃষ্টি করেননি। অবশ্যই কিছু না কিছু লক্ষ্য পূরণ করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তাই নিজেকে সে লক্ষ্যে চালিত, প্রভাবিত ও উৎসাহিত করার দায়িত্ব প্রত্যেকেরই রয়েছে। শুধু দায়িত্ব নয়, আমাদের কম-বেশি দক্ষতাও আছে, আছে বিশেষ কিছু গুণাবলিও। ফলে আমরা সবাই কমবেশি অন্যকে কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রভাবিত করতে পারি। দায়িত্ব ও সামর্থ্যের দিক থেকে আমরা সবাই নেতা (By ability and responsibility, we all are leaders)।